গণমিছিল

● আমাদের সময়

জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক রনজ্যোতি চাকমা।

৫ শিক্ষার্থী নিয়ে চলছে লৌহজং মেদিনীমন্ডল গার্লস কলেজ

নাদিম হোসাইন, *মুন্সীগঞ্জ* ●

চাকচিক্যময় আইসিটি কক্ষসহ চার তলা ভবন থাকলেও নেই এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষক আর শিক্ষার্থী মাত্র পাঁচ জন– এই নিয়ে চলছে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার মেদিনীমন্ডল গার্লস কলেজ। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কলেজটির অস্তিত্ব এখন বিলীন হতে চলেছে। শুধু একজন স্থায়ী শিক্ষক ও ৪ খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং একজন আয়া দিয়ে চলছে কলেজটি। এমপিওভুক্ত শিক্ষক না থাকায় খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ানো হলেও কলেজটি শিক্ষাবিস্তারে দিনকে দিন পিছিয়ে পড়ছে।

কলেজটি অস্তিত্ব সংকটে থাকলেও প্রতিবছর নির্ধারিত ফি দিয়ে কলেজের ১১টি পাঠ্য বিষয়ে স্বীকৃতি সনদ নবায়ন করা হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষের দাবি– কলেজটি ৩২ ধরে বছর চলমান রয়েছে। শুধু এমপিওভুক্ত না হওয়ার কারণে এ দৈন্য। যদি কলেজটি এমপিওভুক্ত হয় তাহলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংকটে পড়বে না।

উপজেলা সূত্রে জানা গেছে, লৌহজংয়ে ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিবছর এসব বিদ্যালয় থেকে কমপক্ষে ৫০০ থেকে ৬০০ ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বের হয়। এসব ছাত্রী উপজেলার সরকারি লৌহজং কলেজ, ইউনুস খান মেমোরিয়াল কলেজ, সরকারি শ্রীনগর কলেজ কিংবা ঢাকার কলেজগুলোতে ভর্তি হয়।

স্থানীয়রা বলছে, কলেজটিতে শুধু মানবিক শাখা রয়েছে। শিক্ষকের অভাব থাকায় শিক্ষার্থীরা মান বুঝে ভর্তি হতে অনীহা প্রকাশ করছে। গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় মাত্র ৪ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ১ জন পাস করেছে। এই ৪ শিক্ষার্থীকে কী পড়াশোনা করনো হলো?

এছাড়া কলেজ লাগোয়া আনোয়ার চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পাস ছাত্রীরাও এখানে ভর্তি হতে অনিচ্ছুক। কারণ হিসেবে তারা মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। উপজেলায় অনেক ধর্নাঢ্য ব্যক্তি রয়েছেন। তবু কেন পিছিয়ে রয়েছে কলেজটি– এমন প্রশ্ন সাধারণ মানুষের। নামকাওয়াস্তে পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। আরও শক্তিশালী পরিচালনা পরিষদ দরকার।

কলেজসংশ্লিষ্ট ও স্থানীয়রা জানান, গত ১৭ বছর আওয়ামী লীগ সরকারও কলেজটির দিকে সুনজর দেয়নি। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা রোজিনা আক্তার বিএনপির সাবেক এমপি এম হামিদুল্লাহ খানের অনুসারী এবং বিএনপিপন্থি তকমা দিয়ে তাকে এড়িয়ে চলেছেন। এ কারণে কলেজটি পিছিয়ে পড়েছে।

কলেজ সূত্রে জানা জায়, ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ মেদিনীমণ্ডল গ্রামের জলিল হাওলাদার নামে একজন শিক্ষানুরাগী নারীদের শিক্ষা বিস্তারে এক একর জমি দান করেন। পরে ১৯৯৪ সালের ২১ নভেম্বর স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য ইউং কমান্ডার (অব.) এম হামিদুল্লাহ খান বীরপ্রতীককে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি করে কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়।

লৌহজং উপজেলার স্থানীয় সাংবাদিক মিজানুর রহমান ঝিলু বলেন, এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে কলেজটি। শিক্ষা কার্যক্রম একেবারে নাজেহাল। কিছু শিক্ষানুরাগী এগিয়ে এলে কলেজটি দাঁড়িয়ে যাবে। আর সরকার যদি এটি এমপিওভুক্ত করে দেয় তাহলে সব সংকট কেটে যাবে।

মেদিনীমণ্ডল গার্লস কলেজের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, এখনও কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়নি। কলেজের নিজস্ব ফান্ড নেই। এজন্য ভালো কোনো টিচার রাখা যাচ্ছে না। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর এলাকার কিছু বিত্তবানকে নিয়ে মিটিং করেছি। ভালো ফান্ডিং হলে কিছু শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক থাকলে শিক্ষার্থীর পরিবারের লোকদের বুঝিয়ে শিক্ষার্থী আনা সম্ভব হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ রোজিনা আক্তার আমাদের সময়কে বলেন, এর মধ্যে ২২ বছর এক টানা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন জেলা প্রশাসক। তখন থেকেই আমরা খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছি। বর্তমানে আমার কলেজে নিয়োগপ্রাপ্ত চার জন প্রভাষক আছেন, তারও নিয়মিত নন। তারা অন্যত্র কিছু করে সংসার চালাচ্ছেন। বেতন -ভাতা দিতে পারছি না। তারা না এলে অন্য টিচার দিয়ে কলেজ চালাই। এমপিওভুক্ত না হওয়ার কারণে ভালো কোনো শিক্ষক আসছেন না, শিক্ষার্থীও ভর্তি হচ্ছে না। কলেজটি চলমান রাখতে সরকার যদি এমপিওভুক্ত করে দেয় তাহলে সব সমাধান হবে।

লৌহজং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নেছার উদ্দিন বলেন, কলেজটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। তাদের একটি কমিটি রয়েছে। তাদের পরিচালনায় কলেজটি চলছে। যদি তারা আমাদের কাছে কোনো সহযোগিতা চান আমরা তাদের সহযোগিতা করব।